Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 16-04-2026 16:15 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ১৬ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১৪ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 16-04-2026 16:15 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ১৬ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১৪ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা অন্ধ্রপ্রদেশে, ট্রাক-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৮, আহত বহু

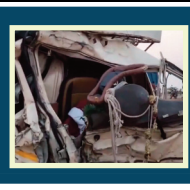

ভারতে একাধিক জঙ্গি হামলার মূলচক্রী, লস্কর প্রতিষ্ঠাতা হামজা লাহোরে গুলিতে ঝাঁজরা !

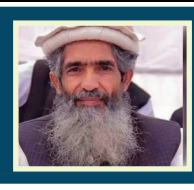

দ্বিতীয় দফার বৈঠকের আগে হরমুজ খুলছে ইরান ! ট্রাম্পের চাপে নতি স্বীকার

মহিলা সংরক্ষণ বিলের আড়ালে রাজ্য ভাগের ছক, দাবি মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বুথে বসানোর লোক নেই বিজেপির, তাই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়েই ভোট করানোর ফন্দি এঁটেছে গেরুয়া শিবির। কোচবিহারের মাথাভাঙায় নির্বাচনী প্রচার থেকে এভাবেই আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ঘোকসাডাঙার জনসভায় প্রার্থী সাবলু বর্মণের সমর্থনে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, 'বুথে বসার লোক নেই। এজেন্সিকে দিয়ে ফর্ম পূরণ করাচ্ছে। তাদের বুথে বসাচ্ছে। টাকার ভান্ডার নিয়ে এসেছে।' নির্বাচনের মুখে এই টাকার খেলা ও এজেন্সির দৌরাত্ম্য নিয়ে অভিযোগ তুলে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে এনআরসি

ইস্যুতে বড় তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, নাম বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এসআইআর আনা হয়েছে এবং শাহ তা স্বীকারও করেছেন। পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, 'যারা তাড়ানোর কথা বলছে, তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাব।' মহিলা সংরক্ষণ বিলের আড়ালে আসন পুনর্বিন্যাসকে জুড়ে দেওয়া আসলে রাজ্য ভাগ এবং ভোটারদের নাম কাটার এক গভীর চক্রান্ত বলেই মনে করছেন তিনি। তৃণমূল নেত্রীর দাবি, এটি ভোটারদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার নতুন কৌশল।বিজেপির 'মাতৃশক্তি কার্ড' নিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এত যখন কাজের ইচ্ছা, তখন ভোটের আগে করোনি কেন বাপু? এখন ফর্ম পূরণ করাচ্ছে। ভুলেও নাম-ঠিকানা বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দেবেন না। যা ছিল তাও লুট করে নেবে।' কোচবিহারের অশান্তি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। বর্তমানে পুলিশ নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকলেও মমতা মনে করিয়ে দেন, 'আমার হাতে আইনশৃঙ্খলার ভার এখন না-থাকলেও আগামী দিনে থাকবে। ভোট এলেই কোচবিহারে অশান্তি কেন হবে?' উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে এভাবেই দিল্লির বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এজেন্সির ভয় উপেক্ষা করে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, বাংলার মানুষের ঐক্য নষ্ট করার চেষ্টা সফল হবে না। কেন্দ্রকে জবাব দিতে মানুষ তৈরি। ফাইল ফটো।

তৃণমূলে পতাকা হাতে নিলেন হেভিওয়েট নেতা আলমগীর চৌধুরী

নয়া জামানা, মালদা ঃ রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক সমীকারণে নতুন মোড়। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের বহিষ্কৃত হেবিওয়েট নেতা আলমগীর চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এদিন রতুয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সমর মুখার্জির হাত থেকে তিনি দলীয় পতাকা তুলে নেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে আলমগীর চৌধুরীর মতো প্রভাবশালী নেতার যোগদান ইতিবাচক হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল।তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর আলমগীর চৌধুরী জানান, মূলত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞে অনুপ্রাণিত হয়েই তার এই সিদ্ধান্ত। তিনি আরও বলেন যে, রাজ্য সরকারের জনহিতকর প্রকল্পগুলি প্রতিটি মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়াই এখন তার প্রধান লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতেই তিনি ঘাসফুল শিবিরে শামিল হয়েছেন। এই নতুন যাত্রার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এদিন রথুয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সমর মুখার্জি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রতুয়া ব্লক প্রেসিডেন্ট অজয় সিনহা, সহ আরও অন্যান্য কর্মী সমর্থকেরা। আলমগীর চৌধুরীর এই যোগদানে রতুয়ায় তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছেন সমর মুখোপাধ্যায়।

আজ তিন বিল পেশ নিম্নকক্ষে ১২ ঘণ্টা বিতর্ক শেষে ভোটাভুটি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সংসদের বিশেষ অধিবেশনে শুক্রবারই নির্ধারিত হতে পারে দেশের সংসদীয় রাজনীতির ভোলবদল। ১২ ঘণ্টার ম্যারাথন বিতর্ক শেষে লোকসভায় ভোটাভুটি হওয়ার সম্ভাবনা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিলের ওপর। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিম্নকক্ষে বিলগুলি পেশের সময় থেকেই চড়তে শুরু করেছে পারদ। বিল পেশ করা নিয়ে ভোটাভুটিতেও জয়ের হাসি হেসেছে সরকার পক্ষ। পক্ষে ভোট পড়েছে ২৫১টি এবং বিপক্ষে ১৮৫টি। এই জয় কেন্দ্রের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রের ঝুলিতে রয়েছে তিনটি মাস্টারস্ট্রোক। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল, যার লক্ষ্য লোকসভায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। পাশাপাশি লোকসভার বর্তমান আসন সংখ্যা ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করার প্রস্তাব রয়েছে আসন পুনর্বিন্যাস বিলে। তৃতীয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সংক্রান্ত আইন

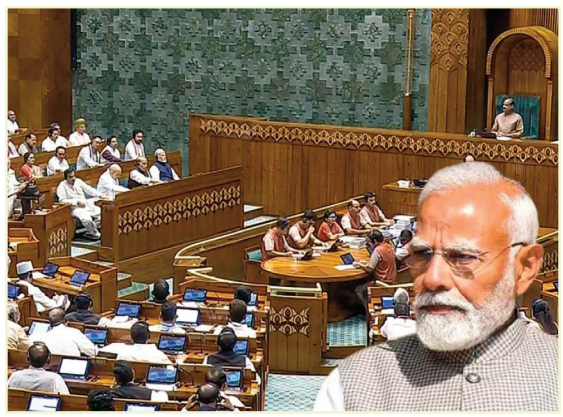

সংশোধনী বিল। এই বিলগুলি উভয় কক্ষে পাশ হয়ে রাষ্ট্রপতির সিলমোহর পেলেই বদলে যাবে সংসদের মানচিত্র। তখন এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে মহিলাদের জন্য। অধিবেশন শুরুর আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজমাধ্যমে নারী শক্তিকে কুর্নিশ জানিয়ে একে 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' বলে অভিহিত করেন। তাঁর কথায়, 'সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভারত নারী ক্ষমতায়নের পথে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করতে প্রস্তুত। মা এবং বোনেদের সম্মান জানালেই দেশকে সম্মান জানানো হয়। এই ভাবনাকে পাথেয় করেই আমরা দৃঢ় সংকল্প করে এই পথে এগিয়ে চলেছি।' বিরোধীদের সমালোচনার মুখে প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে সরব হয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোট। ২০২৯-এর নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে একে বিজেপির 'বিপজ্জনক পরিকল্পনা' বলে আক্রমণ করেছেন রাহুল গান্ধী। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন বিলের খসড়া পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিরোধীদের মূল প্রশ্ন, নতুন করে জনগণনা না করেই কেন দুই পৃথক বিষয়কে জোড়া হচ্ছে? পাল্টা জবাবে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'আসন পুনর্বিন্যাস বিল নিয়ে বিরোধীদের গুজব ছড়ানো উচিত নয়। এর উদ্দেশ্য নিয়েও ভুল ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়।' শুক্রবার বিকেলে ভোটাভুটিতেই স্থির হবে এই বিতর্কের ভবিষ্যৎ। সব মিলিয়ে টানটান উত্তেজনা সংসদ চত্বরে।

সিপিআই(এম)-বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ রাজগঞ্জে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলল। বিরোধী শিবিরে ধস নামিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন সিপিআইএম ও বিজেপির বহু কর্মী-সমর্থক। জানা গেছে, রাজগঞ্জের কুকুরজান এলাকায় মোট ১৪টি পরিবারের ১০২ জন সদস্য একসঙ্গে ঘাসফুল শিবিরে নাম লেখান। এই দলবদলের ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের উপস্থিতিতেই এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। তিনি নতুন সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানান। নতুন যোগদানকারীরা জানান, এলাকার উন্নয়ন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এবং স্থানীয় নেতৃত্বের কাজে সন্তুষ্ট হয়েই তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যদিকে, বিরোধী শিবির ছেড়ে এত সংখ্যক কর্মীর একসঙ্গে দলবদলকে বড় ধাক্কা হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের ঠিক আগে এই ধরনের দলবদল তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিকে আরও মজবুত করবে।

বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ভোটের অঙ্কে এর প্রভাব পড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, রাজগঞ্জে এই ঘটনা যে আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক লড়াইকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে, তা বলাই যায়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 16-04-2026 16:15 Page 3

মেয়ের পর্ন ছবি দেখে খুশিতে কেঁদে ফেললেন 'গর্বিত' বাবা!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কনটেন্ট ক্রিয়েটর বনি ব্লু;আসল নাম টিয়া বিলিঞ্জার;আবারও আন্তর্জাতিক বিতর্কের কেন্দ্রে। এক দিনে ১,০৫৭ জন পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের দাবি করে 'বিশ্ব রেকর্ড' গড়ার পর এবার আলোচনার ঝড় তুলেছে তাঁর পরিবারের ভূমিকা নিয়ে করা মন্তব্য। সম্প্রতি একটি ভাইরাল পডকাস্টে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বনি জানান, তাঁর বাবা-মা তাঁর কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং তাঁর পেশাগত কর্মকাণ্ডে তাঁরা গর্ববোধ করেন।পডকাস্টে বনি বলেন, তাঁর এই কাজকে তিনি একটি পারিবারিক ব্যবসা হিসেবেই দেখেন। সাক্ষাৎকার চলাকালীন তিনি দাবি করেন, রেকর্ড ভাঙার পর তাঁর বাবা তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই সামাজিক মাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। অনেকেই বিষয়টিকে অস্বাভাবিক ও বিব্রতকর বলে মন্তব্য করেছেন। ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত ওই ভিডিও ক্লিপটি একদিনেই লক্ষাধিকবার দেখা হয় এবং মন্তব্যের ঘরে ক্ষোভ, বিস্ময় ও নৈতিক প্রশ্নে ভরে ওঠে।বনি ব্লু দাবি করেছেন, তিনি এক দিনে ১২ ঘণ্টার মধ্যে ১,০৫৭ জন পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে আগের রেকর্ড ভেঙেছেন। এর আগে ২০০৪ সালে লিসা স্পার্কস ৯১৯ জনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের দাবি করেছিলেন। বনি জানান, প্রতি ব্যক্তির জন্য সময় ছিল গড়ে মাত্র ৪০ সেকেন্ড। তিনি স্বীকার করেন, এই অভিজ্ঞতা মূলত শারীরিক আনন্দের চেয়ে একটি চ্যালেঞ্জ এবং পেশাগত শেখ ার অংশ ছিল। তাঁর কথায়, এই অভিজ্ঞতা তাঁকে নিজের শরীর এবং পুরুষদের সম্পর্কে নতুনভাবে জানতে সাহায্য করেছে।এই কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়লেও বনি নিজেকে আত্মবিশ্বাসী বলেই তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য, মানুষ ভুলভাবে ধরে নেয় যে এই ধরনের কাজের সঙ্গে আত্মসম্মানের অভাব জড়িয়ে থাকে। বরং তাঁর মতে, জীবনে এই প্রথম তিনি নিজের প্রতি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধাশীল। তিনি আরও দাবি করেন, তিনি সম্মতি ও পারস্পরিক সম্মানের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েই কাজ করেন।ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও মুখ খুলেছেন বনি। তিনি জানিয়েছেন, স্বামী অলিভার ডেভিডসনের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলছে, তবে এই বিচ্ছেদের সঙ্গে সাম্প্রতিক যৌনচ্যালেঞ্জের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁদের সম্পর্ক অনেক আগেই ভেঙে পড়েছিল এবং এখনও দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্ক প্রসঙ্গে বনি বলেন, আপাতত প্রেম বা সংসার তাঁর অগ্রাধিকার নয়। প্রয়োজনে একাই সন্তান নেওয়ার কথাও তিনি বিবেচনা করতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন।যৌনস্বাস্থ্য ও ঝুঁকি প্রসঙ্গে বনি স্বীকার করেছেন, এত সংখ্যক মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ঝুঁকি রয়েছে এবং সে বিষয়ে তিনি সচেতন। নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা করান বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে তাঁর এই বক্তব্য জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক দায়িত্ববোধ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে।বনি ব্লু ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, এই রেকর্ড ভাঙাই শেষ নয়। আগামী দিনে নিয়মিত এমন আয়োজন করার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁর। ফলে যৌন স্বাধীনতা, ডিজিটাল পুঁজিবাদ, সামাজিক নৈতিকতা এবং পারিবারিক ভূমিকা;এই সব প্রশ্ন ঘিরে বিতর্ক যে আরও তীব্র হবে, তা প্রায় নিশ্চিত।

ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষণায় বিরাট ধাক্কা ভারতের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাশিয়া এবং ইরানের তেল কেনার জন্য ভারতকে আর কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র ভারত নয়, এক্ষেত্রে তেল আমদানিকারী অন্য দেশগুলির উপরেও একই নিয়ম চালু হবে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব সচিব স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, রাশিয়া ও ইরানের তেল কেনার ক্ষেত্রে যে ৩০ দিনের ছাড় দিয়েছিলেন, তার মেয়াদ বৃদ্ধি করছেন না।

সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'রাশিয়া এবং ইরানের তেল কেনার ছাড়পত্রের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে না।' প্রসঙ্গত, গত ১১ মার্চ মার্কিন রাজস্ব দপ্তর জানিয়েছিল, ভারতের তেলশোধক সংস্থাগুলি সমুদ্রে ভাসমান রাশিয়ার তেলবাহী ট্যাঙ্কার থেকে তেল কিনতে পারবে। এর দিন কয়েক পরেই ইরানের তেল কেনার ক্ষেত্রেও ছাড় দেওয়া হয়েছিল। রাশিয়ার তেল কেনার মেয়াদ ছিল গত ১১ এপ্রিল পর্যন্ত। ইরানের তেল কেনার মেয়াদ ছিল ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ৩ মার্চ থেকে ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয়। এর জেরে বিশ্ব জুড়েই তেল সরবরাহে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ভারত-সহ অন্যান্য দেশগুলিতে তেল সঙ্কট দেখা দেয়। তারপর গত ৬ মার্চ ভারতকে রাশিয়ার তেল আমদানির অনুমতি দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ৩০ দিনের সাময়িক ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এবার ফের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। এদিকে যুদ্ধবিরতির পরেও হরমুজ প্রণালী নিয়ে জট কাটেনি। ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল আবারও দ্বিতীয় শান্তি বৈঠকে বসতে চলেছে। এই আবহে দুই দেশের তেল কেনার ছাড়ে মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় ভারতে জন্য আবারও দুঃসংবাদ। আবারও ভারতে তেলের সঙ্কট ও জ্বালানির সঙ্কট দেখা দিতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আবারও বাড়তে পারে। পাশাপাশি ভারতের জন্যেও এটি বড় ধাক্কা। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর আশা ছিল, শীঘ্রই হরমুজ প্রণালী খুলে যাবে। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে এখনও সমঝোতা হয়নি। যা ঘিরে ভারতের দুশ্চিন্তা ার প্রহর শুরু হল।

কোল্ড ড্রিঙ্কের বদলে ঘরেই বানিয়ে নিন এই ম্যাজিকাল পানীয়

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বাঙালির কাছে নববর্ষ মানেই পেটপুজো। সকাল থেকে রাত নানা রকমের খাবার। লুচি ছোলার ডাল দিয়ে দিনের শুরু করে, দুপুরে পাঁঠার মাংস ইলিশ চিংড়ি কিছুই বাকি থাকে না। আবার রাতেও পরোটা বা পোলাও সব মিলে পেটের হাল তো খারাপ। সারাদিন খ াওয়াদাওয়ার পর রাতের বেলা পেট ভার লাগছে। মনে হচ্ছে যেন খাবার হজম হয়নি। ঠান্ডা পানীয় খাওয়ার বদলে খেয়ে দেখ ুন এই ম্যাজিকাল পানীয়। পেট ঠান্ডা হবে, খাবার হজম হবে, শরীরও ভাল থাকবে।

কী কী লাগবে?

১০০ গ্রাম মৌরি

১০ গ্রাম গোটা গোলমরিচ

৩০-৪০ গ্রাম মিছরি

একটা পাতিলেবু

জল

সামান্য বিটনুন

মৌরি, গোলমরিচ আর মিছরি ভাল করে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিতে হবে। এবার এক গ্লাস জল নিতে হবে। জলের মধ্যে এই গুঁড়ো মিশ্রণটি ২ চা চামচ মিশিয়ে নিন। একটা পাতিলেবুর রস আর স্বাদমতো বিটনুন দিন। এবার ভাল করে সবটা মিশিয়ে নিন। ঠান্ডা খেতে চাইলে অল্প বরফ দিতে পারেন। এই পানীয় খেয়ে দেখুন। গ্যাস, পেটফাঁপা, বদহজম সব নিমেষে হবে দূর।

মলদ্বারে আটকে ১৬ ইঞ্চির আস্ত লাউ!

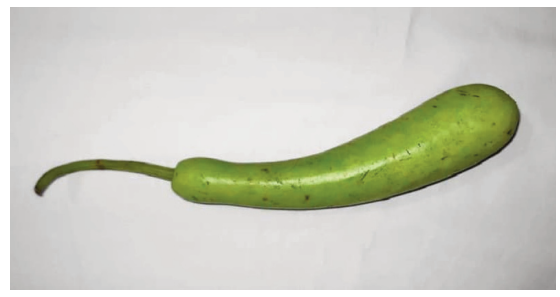

নয়া জামানা ডেক্স ঃ খাজুরাহোর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা বর্তমানে চিকিৎসা মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ৬০ বছর বয়সী এক কৃষকের মলদ্বার থেকে অস্ত্রোপচার করে বের করা হয়েছে প্রায় ১৬ ইঞ্চির একটি আস্ত লাউ। দীর্ঘ দুই ঘণ্টার এক জটিল অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকরা ওই ব্যক্তির জীবন বাঁচাতে সক্ষম হন। অসহ্য পেটের যন্ত্রণা এবং গুরুতর শারীরিক অবস্থা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। চিকিৎসকরা এক্স-রে করার পর রীতিমতো চমকে ওঠেন; দেখা যায় তাঁর পেটের ভেতরে একটি বিশালাকার লাউ আটকে রয়েছে।

যদিও ওই বস্তু রোগীর শরীরে ঠিক কীভাবে প্রবেশ করল, তা নিয়ে এখনও রহস্য দানা বেঁধে রয়েছে।চিকিৎসকদের মতে, মলদ্বারে বাহ্যিক বস্তু আটকে যাওয়ার ঘটনা চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন কিছু নয়। ষোড়শ শতক থেকেই এই ধরণের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হায়দ্রাবাদের অ্যাপোলো হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুধীর কুমারের মতে, যৌন ক্রিড়ায় দুর্ঘটনা, যৌন হেনস্থা, মাদক পাচারের চেষ্টা কিংবা মানসিক অসুস্থতার কারণে এই ধরণের অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটতে পারে। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা 'আইজে এসআর'-এর ২০২২ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সী পুরুষদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি দেখা গেলেও এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স বেশ উদ্বেগজনক।বেঙ্গালুরুর অস্টার সিএমআই হাসপাতালের সার্জন ডাঃ মহেশ চিক্কচান্নাপ্পা জানান যে, মলদ্বারে বড় আকারের প্লাস্টিক, কাঁচ বা ধাতব বোতল, কিংবা বেগুন ও গাজরের মতো সবজি আটকে থাকলে তা মলত্যাগে বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে মলদ্বারের ভেতরে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং রক্তপাত শুরু হতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা না করালে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে 'পেরিটোনাইটিস' বা 'সেপসিস'-এর মতো প্রাণঘাতী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন -এর পরিসংখ্যান বলছে, এমন পরিস্থিতির প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে বড় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে।চিকিৎসকদের বিশেষ পরামর্শ হলো, এই ধরণের কোনও দুর্ঘটনায় পড়লে লজ্জায় বাড়িতে বসে না থেকে দ্রুত হাসপাতালে যোগাযোগ করা উচিত।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 16-04-2026 16:15 Page 4

শত্রুঘ্ন সিনহা-কে ঘিরে নিখোঁজ পোস্টার

সীতারাম মুখার্জী , নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসন্ন নির্বাচনের আবহে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল এলাকায় নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সেখানে বর্তমান সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে লক্ষ্য করে একটি বিতর্কিত পোস্টার প্রকাশ্যে এসেছে, যা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।পোস্টারটিতে তাঁকে ২০২৬ সালের নির্বাচনের সময় অনিখোঁজদ বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলে লেখা হয়েছে তউন্নয়ন কোথায়?দ এবং তলজ্জাদ;যা সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে সামনে আনছে বলেই মনে করছেন অনেকেই।এই পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে দোষারোপের পালা। বিরোধী দলগুলোর মতে, এই ধরনের বার্তা মানুষের বাস্তব সমস্যার প্রতিফলন, অন্যদিকে শাসকদল এটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার বলেই দাবি করছে। সব মিলিয়ে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসানসোলে নির্বাচনী লড়াই আরও তীব্র হয়ে উঠছে এবং রাজনৈতিক বাকযুদ্ধও ক্রমশ বাড়ছে।

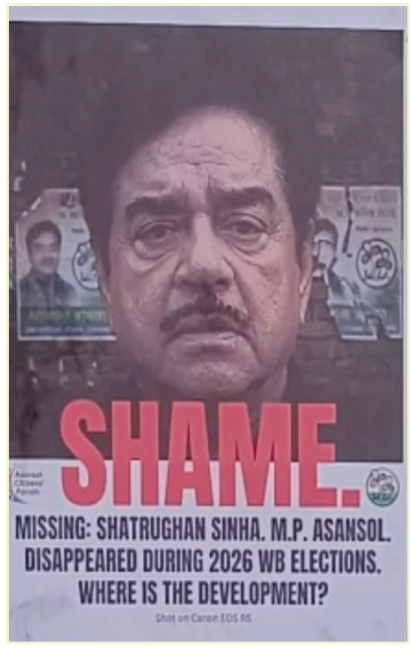

হিঙ্গলগঞ্জে বিএসএফ ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিদগ্ধ হয়ে জওয়ানের মৃত্যু

নয়া জামানা, হিঙ্গলগঞ্জে ঃ হিঙ্গলগঞ্জে বিএসএফ ক্যাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক সেনা জওয়ান, যা ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানার বাঁকড়া এলাকার ৭৭ নম্বর বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের একটি ঘরে আচমকাই আগুন লেগে যায়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি ছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলটি ছিল ক্যাম্পের পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন একটি ঘর, যেখানে সেই সময় বিএসএফের নৌযানে তেল ভরার কাজ চলছিল। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার পর মুহূর্তের মধ্যেই তা দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়ে, কারণ সেখানে দাহ্য পদার্থ মজুত

ছিল। ফলে পরিস্থিতি দ্রুত ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আগুনের তীব্রতায় ঘরের ভিতরে আটকে পড়েন জওয়ান রাম সিং। সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেও প্রথমদিকে আগুনের তাপ ও ধোঁয়ার কারণে প্রবল বাধার মুখে পড়তে হয়।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ও স্থানীয় পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় এবং জওয়ানকে উদ্ধার করা হয়। তবে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।এই ঘটনায় বিএসএফ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে। শর্ট সার্কিটই একমাত্র কারণ, নাকি অন্য কোনও গাফিলতি রয়েছে;তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

ভোট মুখে বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন ! আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে শতাধিক নেতা-কর্মী

নয়া জামানা, মালদহ ঃ মোথাবাড়ি অঞ্চলে আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সমীকরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আইএসএফ-এর নেতা নুর মোহাম্মদ ও সাদিকুলসহ দলের একাধিক সক্রিয় কর্মী এবং এআইএমআইএম-এর ব্লক কমিটির সদস্য মুফতি আব্দুল আজিজ, মাওলানা জাহাঙ্গীর ও মাওলানা কারিম প্রায় ৫০০ জন সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তাঁরা তৃণমূল প্রার্থী মোঃ নজরুল ইসলাম-এর হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে নাম লেখান। এই বৃহৎ যোগদানকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে উঠেছে এবং তৃণমূলের সংগঠন যে আরও মজবুত হবে, তা স্পষ্ট বলেই মনে করছেন স্থানীয়

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।এই যোগদানের ফলে মোথাবাড়ি অঞ্চলে বিরোধী শিবির কিছুটা চাপে পড়তে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন। বিশেষ করে একসঙ্গে এত সংখ্যক কর্মী ও সমর্থকের দলবদল নির্বাচনের আগে বড় বার্তা বহন করছে। অন্যদিকে, বাঙ্গীটোলা অঞ্চলের ৪১ নম্বর বুথের এক নির্দল প্রার্থীও তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, যা এই পরিবর্তনকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে।সব মিলিয়ে, ভোটের আগে এই ধারাবাহিক দলবদল মোথাবাড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই যোগদানকে নিজেদের পক্ষে ইতিবাচক শক্তি হিসেবে দেখছে।

বিষক্রিয়ায় অসুস্থ জওয়ানরা ! হাসপাতালে ১৪ জন চিকিৎসাধীন

নয়া জামানা,কোচবিহার ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার তলিগুড়ি হাই স্কুলে অবস্থানরত ২৪ জন আইটিবিপি জওয়ান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বর্তমানে তাঁদের মধ্যে ১৪ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নির্বাচনী ডিউটির কারণে তলিগুড়ি হাই স্কুলে অস্থায়ী ক্যাম্প করে থাকছিলেন ওই জওয়ানরা। হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবারের খাবার খাওয়ার পর থেকেই অনেক জওয়ান পেটে ব্যথা, বমি ও শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করতে

শুরু করেন। সময়ের সাথে সাথে অসুস্থ জওয়ানের সংখ্যা বাড়তে থাকলে স্কুল চত্বরে।ঘটনা জানাজানি হতেই দ্রুত পদক্ষেপ নেয় প্রশাসন। অসুস্থ ২৪ জন জওয়ানকেই তড়িঘড়ি তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক চিকিৎসার পর ১০ জন জওয়ানকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ১৪ জন জওয়ান এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে চিকিৎসকদের অনুমান, 'ফুড পয়জনিং' জেরেই এই বিপত্তি। ঠিক কোন খাবার থেকে এমনটা হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জওয়ানরা যে পানীয় জল বা খাবার খেয়েছিলেন, তার মান পরীক্ষা করা হতে পারে।নির্বাচনের প্রাক্কালে একসঙ্গে এতজন জওয়ানের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায় জেলা প্রশাসনের অন্দরে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তবে জওয়ানদের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেছে।

তৃণমূলের পতাকা ছেঁড়া ঘিরে রাজনৈতিক তরজা

বাবলু রহমান,নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে রাজনীতির পারদ চড়ছে। ধূপগুড়ি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎই চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়রা দেখতে পান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকা ও পোস্টার ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিআইএম এর পতাকা।সকালে ঘটনাটা সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন দলীয় কর্মী সমর্থকরা। এলাকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকলে আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। সেই ফুটেজে দেখা যায়, গভীর রাতে এক ব্যক্তি একের পর এক পতাকা ও পোস্টার খুলে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। ভিডিওটি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ঘটনার

তীব্র নিন্দা করে তৃণমূল নেতা দেবদুলাল ঘোষ বলেন, বিরোধীরা ইচ্ছে করেই এই কাজ করছে। অন্যদিকে বিজেপি-র নেতা চন্দন দত্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তাদের দল এই ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। তবে দোষী যেই হোক, দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি।এদিকে, ঘটনার গুরুত্ব বুঝে তদন্ত শুরু করেছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ভোটের আগে যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না ছড়ায়, তার জন্য এলাকায় কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 16-04-2026 16:15 Page 5

শান্তিপুরের ঐতিহাসিক তিন কামরাযুক্ত মার্টিন রেল

পর্যটন শিল্পের বিজ্ঞাপনে একটি রাজ্যের প্রচারে বলা হয় 'হিন্দুস্থান কি দিল দেখো'। এই বিজ্ঞাপনকে যদি ভারতের পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের 'হৃদয়' কোনটা প্রশ্ন করা হয়, উত্তর চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যেতে পারে , 'ভারতীয় রেল পরিষেবা'। সত্যিই যাত্রী পরিবহনে বিশেষ করে লোকাল ট্রেন বন্ধ হবে কোনোদিন, সেটা কি আমরা ভাবতে পেরেছিলাম? কিন্তু যেটা কোনোদিনই সম্ভব হতে পারে না সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে একটি মারণ ভাইরাস (যদিও জরুরি পরিষেবা চলছে প্রথম থেকেই) ।অথচ এই তো কয়েক মাস আগেও কত রকমের মানুষের আনাগোনাকে কেন্দ্র করে জমজমাট হয়ে উঠত নয় কিংবা বারো কামরার টিনের বগিগুলি। কত আনন্দ, বেদনা, হতাশা, নতুন আশা, ভালোবাসায় ভরপুর মানুষদের ঠেলাঠেলি, অল্প একটু পা রাখ ার জায়গা করবার চেষ্টা, প্রচণ্ড ভিড়ে ওঠা নামা , কত লড়াই চলত যাতায়াতের পথে। কত ফেরিওয়ালা, কত নিত্য নতুন জিনিস, মানুষের সমাহারে দোদুল্যমান হয়ে একটি রিদমে তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলত রেলগাড়ি।আজ সেই কোলাহল, হাসিঠাট্টা, গ্রুপবাজি , সব এক নিমেষে বন্ধ হয়েছে কয়েকমাস। করোনার প্রকোপে বন্ধ হয়ে থাকা রেল চলাচলের কথা মাথায় আসতেই হঠাৎই নস্টালজিক হয়ে ফিরে গেলাম তিন কামরার ন্যারোগেজ লাইনের রেলের ইতিহাসের সন্ধানে। মার্টিন রেলের সময়কালের ইতিহাসের পর্দায় চোখ ফেলে দেখি , অষ্টাদশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় শুধুমাত্র শ্যামবাজার নয়, কালীঘাট-ফলতা, হাওড়া-আমতা, যশোর-ঝিনাইদহ, আহমেদপুর-কাটোয়া, শান্তিপুর -কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ ঘাট , আরো অনেক রুটে মার্টিনের এই লাইট রেল চলত।১৮৩২ সালে ভারতেও রেল চালানোর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ভারতবর্ষে রেল চালু হওয়ার আগেই বাঙালিদের মধ্যে প্রথম যিনি বাষ্পীয় শকটে চড়েছিলেন, তিনি রাজা রামমোহন রায়। ১৮৩১ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' পত্রিকায় একটি সংবাদে রামমোহনের রেলে চড়বার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল ত্রলিভারপুলে অবস্থানের সময় ম্যাঞ্চিষ্টার নগরের লৌহঘটিত রাস্তা দৃষ্টি করিয়া তাহার বিশেষ চমৎকার হয়, তিনি পরীক্ষাদ্বারা ঐ অদ্ভুত ব্যাপারের প্রকার সকলের বিষয় বিবেচনা করিতে সক্ষম হন এতদর্থ তৎকর্ম্মাধ্যক্ষেরা রাস্তায় উপরি তাঁহার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন। অতএব তাঁহারা পূর্বাহ্নে সাত

ঘণ্টার সময় যাত্রা করিয়া ম্যাঞ্চিষ্টর নগরে পঁহুছিলেন। যাত্রাকালীন গাড়ি কোনো কোনো সময়ে ঘণ্টায় পনেরো ক্রোশের হিসাবে চলিল, তাহাতে রামমোহন রায় যে পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইলেন তাহা তিনি কহিতে অসর্মথ।দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম রেলপথ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। ১৯৪৩ সালে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, স্টিমার করে এলাহাবাদের পথে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু পৌঁছেছিলেন ভাগলপুর পর্যন্ত , আমাদের পবিত্র গঙ্গা তো আর তোমাদের দেশের ছোট্ট রাইন নদী নয় , স্রোত এত তীব্র ছিল যে আমায় কলিকাতায় ফিরে আসতে হয়।দুর্ভাগ্যবশত ভারতে আমাদের রেলপথ নেই এবং এখানে ভ্রমণ করা সামান্য ব্যাপার নয়, সহজ সাধ্যও নয়। যাত্রাপথের এই অসুবিধার জন্য রোন্যান্ড ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন 'ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম রির্পোট পেশ করেন, তখন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর জানিয়েছিলেন যে তিনি কলকাতা থেকে কয়লাখনি অঞ্চল অবধি রেলপথ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের এক-তৃতীয়াংশ সংগ্রহ করে দেবেন। পরবর্তীকালে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তিনি ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন।১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে ভারতে রেলপথ স্থাপন করার অনুমতি দান করেন, তখন থেকে মার্টিন কোম্পানি ভারতবর্ষ তথা বাংলার বিভিন্ন স্থানে যেখ ানে যেখানে তাদের ব্যবসায়িক মুনাফা হবে সেখানে সেখানে রেল লাইন পাতে।হাওড়া থেকে শিয়াখালা পর্যন্ত মার্টিন বার্ন কোম্পানির একটি লাইট রেল খোলা হয়েছিলো। এই লাইট রেলটি চলতো কদমতলা থেকে চণ্ডীতলা, চণ্ডীতলা থেকে কেষ্টরামপুর এবং কেষ্টরামপুর থেকে শিয়াখালা পর্যন্ত ধাপে ধাপে। এও তিনটি রুটে লাইন চালু হয়েছিল যথাক্রমে ২/৮/১৮৯৭, ১০/৯/১৮৯৭ এবং ৭/১১/১৮৯৭ তারিখে। চণ্ডীতলা থেকে জনাই পর্যন্ত তিন মাইলের আরেকটি ছোটো লাইন খে লা হয়েছিল ১৮৯৮ সালের ৫ মে। বেশ কয়েক বছর এই রুটে ট্রেন চলার পর ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি এই লাইনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।আমতা থেকে শিয়াখালা আমতা থেকে শিয়াখালা পর্যন্ত মার্টিন কোম্পানির দু'ফুট চওড়া যে রেল লাইন পাতা হয়েছিল, তাতে ১৮৯৭ সালে প্রথম ট্রেন চলাচল শুরু করেছিল।যশোর থেকে ঝিনাইদহ পর্যন্ত আরেকটি ছোটো লাইন পাতা হয়েছিলো। এই লাইনটির ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন বি. সি. রায়। তৎকালীন বাংলা সরকার এই রুটে লাইন পাতার সম্মতি জানায় ১৯১০ সালে ২ ডিসেম্বর। ১৯১৩ সালে ১ অক্টোবর থেকে যশোর থেকে ঝিনাইদহ রেলচলাচল শুরু হয়। এই লাইনে রেল কয়েক বছর চলার পর ১৯৩৩ সালে ১ এপ্রিল সেটি বন্ধ হয়ে যায়।১৯১৭ সালে ২৮ মে কালীঘাট স্টেশনের কাছে ঘোলসাহাপুর থেকে ফলতা পর্যন্ত একটি লাইট রেলওয়ে চলাচল করত। পরবর্তীকালে ১৯২০ সালে ১ মে আসাম রেলওয়ের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। এরপর ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের ১ এপ্রিল রুটটি কিনে নেয় এবং পরবর্তীতে লাইনটি উপড়ে ফেলে। বাঁকুড়া থেকে দামোদর নদ পর্যন্ত একটি ৬০ মাইল দীর্ঘ ম্যাকলিয়ড কোম্পানির ন্যারোগেজ রেলপথ তৈরি করে বাঁকুড়া দামোদর নদ রেলওয়ে কোম্পানি। এই রুটে রেল চলাচলের অনুমতি পাওয়া যায় ১৯১৪ সালের ১ মে।আহমদপুর থেকে কাটোয়া পর্যন্ত ৩২ মাইল দীর্ঘ ম্যাকলিয়ড কোম্পানির ছোটো রেল, আহমদপুর থেকে পাচন্ডি পর্যন্ত ৩০মে ১৯১৭ এবং পাচন্ডি থেকে কাটোয়া পর্যন্ত খোলা হয় যথাক্রমে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে। এরপর ১ জুলাই ১৯৬৭ সালে সরকার লাইনটি কিনে নিয়ে পূর্ব রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিল।১৮৫৭ সালে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি গঠিত হলে কোম্পানির সঙ্গে সরকারের এই মর্মে চুক্তি হয় যে, তারা কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১১১ মাইল রেলপথ খুলবে এবং চুক্তির প্রায় ৫ বছর পরে ১৫ নভেম্বর ১৮৬২ সালে শিয়ালদহ থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেললাইন গঠিত হয়ে, ওই পথে রেল চলাচল শুরু হয়। ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি, শিয়ালদহ থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেল চালু করলেও সেই যাত্রাপথে তৎকালীন অষ্টাদশ -ঊনবিংশ শতকের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলায় উৎকর্ষতার উচ্চ আসনে আসীন দুই ঐতিহ্যময় পুরানো শহর কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর যুক্ত ছিল না। এর ফলে কলকাতা-রানাঘাট থেকে এই দুই শহরের সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ বিঘ্নিত হচ্ছিল। তাই এই সমস্যার সমাধানের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি ১৮৯৯ সালের ৫ এপ্রিল রানাঘাট রেল স্টেশন থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত যে লাইন ছিল, তার সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে বড়ো লাইনেরই এক শাখাপথের দু'মাইল দূরে চূর্ণি নদী পার করে আঁইশতলাঘাট থেকে শান্তিপুর ভায়া হয়ে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত ৭৬২ মিলিমিটার অর্থাৎ আড়াই ফুট প্রশস্ত ন্যারোগেজের লাইট ট্রেনের যাত্রাপথ শুরু হয়। মার্টিন কোম্পানির ট্রেন চালু হওয়া প্রাক্কালে ১৮৯৭ সালে ১০ই জুলাই স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয়েছিল আমরা রানাঘাট -কৃষ্ণনগর ট্রামওয়ে পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাই। এই পরিকল্পনা কার্যকর করবার জন্য একটি সীমাবদ্ধ দায়িত্ব সকান্ন (লিমিটেড লায়েবিলিটি) কোম্পানি সম্প্রতি রেজেস্ট্রি করা হয়েছে। এই কোম্পানির মূলধন ৭ লক্ষ টাকা। এখন জনসাধারণকে ডাকা হচ্ছে এই মূলধনের অংশ (শেয়ার) কেনবার জন্য। প্রস্তাবিত বাষ্পীয় ট্রামওয়ে কিংমা লাইট রেলওয়ে নদীয়া জেলার প্রধান শহর কৃষ্ণনগরকে পূর্ববঙ্গ রেলপথে অবস্থিত রানাঘাটের সঙ্গে যুক্ত করবে শান্তিপুর হয়ে। কৃষ্ণনগর কোনো রেলপথের সঙ্গেই যোগ নেই।শান্তিপুর -কৃষ্ণনগর রেলপথ চালু হবার কিছু দিন পর সেটি নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে দেওয়া হয়। এইভাবে কিছু বছর চলার পর ১৯০৬ সাল নাগাদ ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে এই রুটটিকে মার্টিন কোম্পানির কাছ থেকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। প্রথমে যে রেলটি আঁইশতলা ঘাট থেকে চলত, সেই গাড়ি কেমন ছিল? একটি বর্ণনায় পাই, এই লাইট ট্রেনটি খুব বেশি সভ্য ছিল না, গাড়িতে ফার্স্টক্লাস বলে কিছুই ছিল না। কামরাগুলির মাথায় ছিল টিনের ছাউনি, কামরাগুলির ভিতরে বসবার জন্য বেঞ্চি পাতা থাকত আর বৃষ্টি আটকাবার জন্য ছিল ক্যাম্বিসের ছেঁড়া পর্দা। রাত্রিবেলায় আলোর একমাত্র অবলম্বন ছিল কেরোসিন ল্যাম্প, কেননা সে সময় ট্রেনে গ্যাসের কিম্বা ইলেকট্রিকের আলোর ব্যবস্থা হয়নি। যাই হোক, ১৯২৫ সালে ৩১ মে তারিখে চূর্ণি নদীর উপর পুল নির্মাণ হলে শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট হয়ে শান্তিপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইন সম্প্রসারিত হয়। ফলে আঁশতলা ঘাট থেকে শান্তিপুর পর্যন্ত যে ছোটো ট্রেন চলত, সেটার প্রয়োজন ফুরাল কিন্তু শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগর হয়ে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত ন্যারোগেজ লাইন থেকে গেল তখন থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত। শান্তিপুরের ২ এবং ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বাষ্পীয় রেল চলত, বিংশ শতকের আটের দশকের প্রথম দিকে সময় পর্যন্ত। ট্রেনটিতে থাকত তিনটি কামরা। কখনো কখনো চারটি কামরাও জোড়া হতো। ট্রেনের প্রথাগত যে লালচে রং হত, সেই রঙের ছিল কামরাগুলি। এরপর বিংশ শতকের আটের দশকের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্টিম ইঞ্জিন উঠে গিয়ে তার জায়গায় স্থান নেয় ডিজেল চালিত রেল ইঞ্জিন। ডিজেলে রূপান্তরিত হবার পর দিনে তিন জোড়া ট্রেন চলতো এই রুটে। স্থানীয় উৎসব রাসযাত্রা উপলক্ষে ট্রেন বাড়ানো হত। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।